যুগান্তর

তারিখ 29 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

৪ | সম্পাদকীয়

ছাত্রলীগের নির্বাচন

ব্যালটবিদ্ধ গণতন্ত্র

ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে কাউন্সিলররা নতুন নেতা 'নির্বাচন' করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে গোটা নির্বাচনটি নিয়েই। এটি আদৌ 'ইলেকশন', না 'সিলেকশন', নাকি সিন্ডিকেটের 'সিন্ডিকেটাইজেশন' তা সঠিকভাবে বলা দুরূহ বটে! তবে সাধারণ পর্যবেক্ষকরা একে যে অভিধাই দিন না কেন, প্রধানমন্ত্রী 'স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে' ভোটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে স্বাগত জানিয়েছেন নতুন ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে। এবং তাদের উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাংলাদেশে 'নির্বাচন' হচ্ছে একটা অন্যতম রঙ্গ-তামাশার বিষয়। জাতীয় নির্বাচনগুলো এলে সে রঙ্গ-তামাশার বিনোদন দেশজুড়ে দেখা যায়। চাহিদা বেড়ে যায় বিড়ি ও তামাকের। ভোটের আগের রাতকে 'চান রাত' তথা ঈদের পূর্ব রাত বলে চলে নগদ টাকার ছড়াছড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করলে ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনকে একেবারে একটি 'ঘরোয়া নির্বাচন' বিবেচনা করা যায়। সেই 'ঘরোয়া নির্বাচনে 'স্বচ্ছ বাক্স' থাকলে 'নির্বাচন স্বচ্ছ' হবে এটাই ধারণা করা সঙ্গত। কিন্তু ছাত্রলীগ 'স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে' 'স্বচ্ছ নির্বাচন' সম্পন্ন করতে পারেনি। গণমাধ্যম এবং পর্যবেক্ষকরা তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, এটি 'স্বচ্ছ বাক্সে অস্বচ্ছ ভোট'। গতকালের যুগান্তরে সেই অস্বচ্ছতারই আদ্যোপ্রান্ত উঠে এসেছে।

দেশে এর আগে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী অব্যবস্থাপনা, দুর্বৃত্তায়ন আমরা দেখেছি। তাকে 'ভোট ডাকাতির নির্বাচন,' 'মিডিয়া ক্যু-র নির্বাচন,' 'সূক্ষ্ম কারচুপি', 'স্থূল কারচুপি' এসব নানা অভিধায় আখ্যায়িত হতে দেখেছি। সদ্যসমাপ্ত ছাত্রলীগের নির্বাচনকেও কোনো কোনো পত্রিকায় 'পকেট নির্বাচন' আখ্যা দেয়া হয়েছে। যুগান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ নির্বাচনকে লিয়াকত সিন্ডিকেটের 'নীলনকশা'য় ৮ ধরনের 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর নির্বাচন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ছাত্রলীগের এ নির্বাচন নিয়ে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। নির্বাচন নিয়ে যা ঘটেছে তা অনেকটা শৈশবে পঠিত সেই কবিতার চরণ স্মরণে আনে— 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর/ থাকি সেথা সবে মিলে কেহ নাহি পর।/ আমগাছ আমগাছ বাঁশঝাড় যেন/ মিলেমিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।' এই 'আমরাই আমরাই নির্বাচনে' ভোট নিয়ে এখানে ভোটাভুটি হয়নি, হয়েছে ছোটাছুটি। এ নির্বাচন নিয়ে যারা সিন্ডিকেট গড়েছেন সেই লিয়াকতপন্থীরা চেয়েছেন 'নির্বাচন' : আবার যারা বিপক্ষ তারা দাবি করেছেন 'সিলেকশন'!! এ এক আজব কাণ্ড-কারখানা বটে। আর এই আজব কাণ্ড-কারখানা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে কেবল সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক। বাকি 'পণ্য' এখনও প্রক্রিয়াজাতাধীন অবস্থায় রয়েছে।

ছাত্রলীগের এ 'নির্বাচন নির্বাচন সার্কাস' জনমনে কৌতুকের জন্ম দিলেও নির্বাচনী ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত সচেতন মানুষ। আর এ কথা বলাই বাহুল্য, এ সংকট কেবল একা ছাত্রলীগের নয়, দেশের অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর চেহারা তার চেয়েও খারাপ বৈ ভালো নয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপির ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে আমরা দলটির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর, সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটতে দেখেছি বহুবার। এর সহজ অর্থ হচ্ছে— দেশের রাজনৈতিক দল এবং তার অঙ্গসংগঠনগুলোর মধ্যে প্রকৃত ও সুস্থ গণতন্ত্র চর্চার স্থান নেই। গণতন্ত্রের 'বুলেটবিদ্ধ' নিয়তি এখন 'ব্যালটবিদ্ধ' প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। গণতন্ত্রের এই 'লাশকে' 'লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা ঠেকানো'র পুরনো প্রসিদ্ধ বাক্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন 'গণতন্ত্র দিয়ে গণতন্ত্র ঠেকানোর' প্রক্রিয়া কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। 'এম্বেডেড গণতন্ত্র' গণতন্ত্র নয়— এ কথা স্মরণ রাখতে হবে সব রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রিত ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্বকে 'নতুন বোতলে পুরনো পানীয়' বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা; তাদের ধারণা, এই নতুন কমিটি প্রধানমন্ত্রী যে আশা পোষণ করেছেন তা পূরণ করবে না। এ জাতীয় কমিটি দিয়ে ছাত্র রাজনীতির মর্যাদা ফিরিয়ে আনা যাবে না। সত্য এটাই যে, শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, দেশের সব মানুষের কাম্য ছাত্র রাজনীতির মর্যাদা ফিরিয়ে আনা, ফিরিয়ে আনা জাতীয় রাজনীতির মর্যাদা। সর্বোপরি ফিরিয়ে আনা প্রকৃত গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক অধিকার।